প্রকাশক ঃ
সুনীল চৌধুরী
১৪ চাঁদনি অ্যাপ্রোচ
কলিকাতা-১৩

প্রথম প্রকাশ : শ্রাবণ, ১৩৬৫

মুদ্রক ঃ
কার্ডিনাল প্রেস
৪/১এ সনাতন শীল লেন
কলিকাতা-১২

।। শত শত শহীদের খুনে ঝরা মাটি
আমাদের আশ্রয় বিপ্লবী ঘাঁটি
শহীদের খুনে রাঙা পতাকায় লিখা
আমাদের মুক্তির লাল জয়টীকা ।।

সূচীপত্র

গর্জ্জসী বাংলা

সোনালি ধানের ক্ষেতে
সবুজ মাঠের বুকে
লোলুপ শকুনি দৃষ্টি—
রক্তাক্ত ঠোঁটের দংশন,

ক্ষত বিক্ষত ফসল সম্ভার।
আমার সোনার বাংলার
হাজার বছর ধ'রে
হাজার বছর ধ'রে ॥

এখনো ধানের ক্ষেতে
সবুজ মাঠের বুকে
লোলুপ শকুনি দৃষ্টি—
রক্তাক্ত ঠোঁটের দংশন,

শত, অবিরত—ক্রুর হিংস্রতার
আমার সোনার বাংলার
হাজার বছর পরে
হাজার বছর পরে ॥

আজও নদীর চরে
কুমীর লুকিয়ে থাকে
লালসা লালায় মুখে
দুর্গন্ধ গহ্বর, সন্ধানে

ফেরে শুধুই কুললনার।
আমার সোনার বাংলার
হাজারো নদীর চরে
হাজারো কুমীর চরে ॥

আজও গৃহস্থ ঘরে
লুকিয়ে ছোবল মারে
কেউটে সাপের ফণা
উদ্ধত বর্বর,

নির্বোধ শিশুকে বধে—ক্রুর ছলনার।
আমার সোনার বাংলার
হাজার হাজার ঘরে
হাজারো মায়ের ক্রোড়ে॥

আজও বাসর ঘরে
সুরভি ফুলের ডালি
ঘৃণিত যমের বাস,
সাবিত্রী বধূর

ক্রন্দনে জাগে নাক সত্যবান তার।
আমার সোনার বাংলার
হাজারো বাসর ঘরে
অশ্রু যে অঝোরে ঝরে॥

আজও বেহাগ ধ্বনি
শোনেনা কপট লোভী,
শিয়রে শমন-দূত
প্রিয়রে বধূর

অঞ্চলে বেঁধে রাখে সে, বক্ষরত্ন তার।
আমার সোনার বাংলার
হাজারো বাসর ঘরে
অশ্রু যে অঝোরে ঝরে॥

আজও বোম্বেটে মগ
উন্মত্ত তাণ্ডব রত,
লুব্ধ লালসা-জিহ্বা
হিংস্র উন্মত্ত,

নখাগ্রে ছিন্ন করে উরঃ অবলা কান্তার।
আমার সোনার বাংলার
হাজারো কুটীর ঘরে
খুনের ফোয়ারা ঝরে।।

শুধুই লুণ্ঠন নয়
শুধুই পীড়ন নয়
ঘৃণ্য কুটিল ছায়া
বর্বর লাম্পট্য,

ধর্ষণ যুগে যুগে যুগে সভ্যতাহন্তার।
আমার সোনার বাংলার
হাজারো কুটীর ঘরে।
ইজ্জত খুইয়ে মরে।।

এখনো পাদ্রীর বুলি
ঝুলিতে লুকনো অস্ত্র
মিছরি ছুরির ফলা,
শাণিত কুটিল

চক্রান্ত—সাম্রাজ্য দূতের পদচারণার।
আমার সোনার বাংলার
হাজারো গাঁয়ের ক্রোড়ে
কুচক্রী দূতেরা ঘোরে।।

এখনো ফিকির ছলে
উপদেষ্টা উপকারী,
সাহায্য বিষের বড়ি
আবৃত মিষ্টতা,

সীমান্তে মিশনারিদের দয়ালু বিহার।
আমার সোনার বাংলার
হাজারো সীমান্ত ধ'রে
কুন্তীর অশ্রু যে ঝরে।

আজও পলাশী মাঠে
সিরাজ বিস্ময়াকুল
কুচক্রী মীরজাফর
অধম কাফের,

বেশরম চাটে পা, জুতা, বিজাতি কুত্তার।
আমার সোনার বাংলার
পলাশী বুকের পরে
আজও জাফর ঘোরে॥

আজও নীলের ক্ষেতে
সাহেব চাবুক মারে
নিরন্ন নগণ্য চাষি
রক্তাক্ত শরীর,

আর্তনাদে ফেটে পড়ে রাগে শতশতবার।
আমার সোনার বাংলার
হাজারো ক্ষেতের পরে
এখনো চাবুক ঝরে॥

আজও প্লাবন-বন্যা
মড়ক ও মন্বন্তর
নিরন্তর খরা-দুর্ভিক্ষ
যন্ত্রণা অশেষ

সন্ধানে ফেরে প্রকৃতিও জড়-দুর্বলতার।
আমার সোনার বাংলার
হাজারো দুঃখের পরে
এখনো দুঃখেরা ঝরে ॥

এখনো হাজার ক্ষেতে
বেনোজলে জল থৈ থৈ
মড়কে উজাড় গ্রাম,
ক্ষুধার্ত শিশুর

চীৎকার—অনাহারাভাব বাতাসে সোচ্চার।
আমার সোনার বাংলার
হাজারো ক্ষেতের পরে
প্রেতিনীরা কোঁদল করে ॥

দ্বিতীয় খণ্ড

আজও ধানের ক্ষেতে
সবুজ মাঠের বুকে
লোলুপ শকুনি কুল
অকস্মাৎ আঘাতে

বিপর্যস্ত—মূর্ত বিদ্রোহ ফসল সম্ভার।
আমার গর্জসী বাংলার
বলিষ্ঠ মানুষ জ্বলন্ত ক্রোধে
জাগ্রত আজও ন্যায্য প্রতিরোধে ॥

আজও নদীর চরে
আজও গৃহস্থ ঘরে
কুমীর কেউটে শত
স্পর্ধিতা নারীর

বশ্যতায়—ভীত-সন্ত্রস্ত, দৃপ্ত ললনার।
আমার গর্জসী বাংলার
অবুঝ শিশুও ক্ষিপ্ত স্পর্ধায়
কেউটের কণ্ঠরোধে তীব্র অশ্রদ্ধায় ॥

আজও বাসর ঘরে
ঘৃণিত শমন ভীত
শির তার অবনত
সাবিত্রী বধূর

দৃঢ়তায়—ছিনিয়ে নেবেই সে সত্যবান তার।
আমার গর্জসী বাংলার
অবলা বধূর অপূর্ব দৃঢ়তা
পরাজিত মৃত্যুর ভীরু ক্লীবতা ॥

আজও বোম্বেটে মগ
লুব্ধের লালসা-জিহ্বা
অকস্মাৎ আঘাত-প্রাপ্ত
কঠিন প্রস্তরে,

পলায়িত চকিতে গহ্বরে উদর-আত্মার।
আমার গর্জসী বাংলার
প্রান্তরে প্রান্তরে কোমল মাটির
স্বয়ম্ভু বিদ্রোহ দৃপ্ত হিমাদ্রির ॥

শাণিত কুটিল ফলা
পাদ্রীর মিছরি-ছুরি
উপদেষ্টা-উপকারী
সাহায্য-সম্ভার,

পদাঘাতে আজও ম্রিয়মাণ, চক্রান্ত অসার।
আমার গর্জসী বাংলার
সাগর-উদ্বুদ্ধ চেতনা-লহরী
সতত সতর্ক লক্ষ প্রহরী ॥

আজও প্লাবন বন্যা
মড়ক ও মন্বন্তর
খরা দারিদ্র্য দুর্ভিক্ষ
কঙ্কাল, শ্মশান,

বেনোজল সোনার খামারে, ঘরে অনাহার।
আমার গর্জসী বাংলার
আগামী সঙ্কল্পে প্রতিরোধ-বাঁধের
প্রেক্ষীরা সন্ত্রস্ত—ঝড়-প্রতিবাদের ॥

আজও পলাশী মাঠে
মোহন-মদন-মীর
বিরাজে বীরত্বে শৌর্যে,
গর্বিত-প্রেমিক

নিরন্তর বর্ষে গোলা, অগ্নি, ক্রুদ্ধ কামান তার।
আমার গর্জসী বাংলার
বাগানে বাগানে বজ্র-চমকিত
গর্জায় বিদ্যুৎ শত্রুরা ভীত ॥

আজও গঙ্গার তীরে
বিদ্রোহী মঙ্গল বীর
সিপাহী শৃংখল করে
বিচূর্ণ বিকল,

ঔদ্ধত্যে কেঁপে ওঠে ভিত, ক্লাইভের হাড়।
আমার গর্জসী বাংলার
আজও দুর্জয় আলোকিত বোধে
উন্মত্ত মঙ্গল বিদ্রোহী ক্রোধে ॥

আজও নীলের ক্ষেতে
চাবুক ধরেছে চেপে
নগণ্য নিরন্ন চাষি,
রক্তাক্ত শরীর—

অগ্নিচক্ষু ফেটে পড়ে রোষে, হাতে তলোয়ার।
আমার গর্জসী বাংলার
দর্পিত সশস্ত্র যোদ্ধ-কৃষাণ
বাজায় ডঙ্কা ভেরী দামামা বিষাণ ॥

বাঁশের কেল্লার বীর
তিতুমীর আজও সে
বর্শায় বন্দুকে অগ্নি
অক্লান্ত অর্জুন,

কৌরবের নিধন যজ্ঞের ন্যায় ধ্বজা তাঁর।
আমার গর্জসী বাংলার
অপূর্ণ আজও কৌরব নিধন
সংগ্রামী কিষাণ তাই, পাণ্ডবজন।

সাঁতাল উতাল হ'ল
তরাই প্রান্তরে আজো
আজও সিঁধুর গান
বীরত্ব বিশের

উদ্বেলিত কালস্রোতের গীতি-উপহার।
আমার গর্জসী বাংলার
রক্তাক্ত তরাই বিক্ষুব্ধ প্রান্তর
আজও কানুর বিদ্রোহী অন্তর॥

আজও অহল্যা নারী
গর্ভিণী সূর্যের বীর্যে
দামিনী দর্পিনী কান্না,
সুন্দর বনের

বিদ্রোহিনী, অসুরমর্দিনী, সে বীরাঙ্গনার—
আমার গর্জসী বাংলার
অন্তরে আজও সদামূর্তমতী
তরায়ে কিষাণী সে রুদ্র মূরতি॥

আজও ক্ষুদির খুনে
আঙিনা আল্পনা আঁকে,
ঘরে ঘরে প্রাণে প্রাণে
শ্রদ্ধার তর্পণ ;

অর্পিত স্বদেশ মাতার শহীদোপচার।
আমার গর্জ্জসী বাংলার
মৃত্তিকা-অঙ্কিত রক্তিম-আল্পনা
বাবুলাল-বীর ক্ষুদির কল্পনা ।।

মেদিনী মুখর ঝড়ে,
আজও যুগান্ত ক্রোধে
সজ্জিত বল্লম তীরে
বিক্রম-প্রতাপ ;

মারে বাণ শয়তান বুকে, দুর্ধর্ষ দুর্বার।
আমার গর্জ্জসী বাংলার
বল্লভ-ডেবরা প্রদীপ্ত-প্রত্যয়
দুর্যোধন বধে ভীম-দুর্জ্জয় ।।

দুর্জন কার্জ্জন-ছল
পাঁচের ভাগের ফেউ
সাতের চল্লিশে সিদ্ধ,
নেহরু-জিন্নার

চক্রীবাণে দ্বিখণ্ড, বিদীর্ণ বক্ষ-জনতার।
আমার গর্জ্জসী বাংলার
আজও বিদীর্ণ বক্ষ-হৃদয়
যুক্ত হ'তে চায় অলিন্দ-নিলয় ।।

ক্লাইভ মানস কন্যা
ইন্দিরা সুন্দরী আজ
নিকসন-কোসিগিন
বনিতা উর্বশী,

নৃত্যছন্দে গুলি ছোটে পায়ে, বারবনিতার।
আমার গর্জসী বাংলার
তবুও নির্ভীক দৃঢ়-প্রতিশোধে
অগ্নিচক্ষু ফাটে জ্বলন্ত ক্রোধে॥

আজও নবাবজাদা
ঔরঙ্গ-ঔরস-জাত,
ইয়াহিয়া বেয়াদফ
তুঘ্‌লকী মেজাজ,

পদতলে পিষ্টে প্রাণ কত, শতশিশু মাতার
আমার গর্জসী বাংলার
তবুও নিরন্তর পুণ্য-প্রয়াস
করবেই শত্রুর আমূল বিনাশ॥

এ-পার বাংলার পারে
ও-পার বাংলার পারে
আজও মীরজাফর
মুজিব-জ্যোতির

ষড়যন্ত্রে মোহন-রুধির-সিক্ত বক্ষ তার।
আমার গর্জসী বাংলার
জনতা তবুও স্থির প্রতিজ্ঞায়
জাফর বধের অধীর প্রতীক্ষায়॥

এপার

আজও ভারতবর্ষে
সংগ্রামী বাংলার সূর্য
অনালোকিত খামারে
গঞ্জে সহরে

আলোকিত করে, সঞ্জীবিত প্রাণ-চেতনার।
আমার গর্জসী বাংলার
তিতু সিঁধু-বিশে আজও উদ্ধত
কানুর বীরত্বে ভারত জাগ্রত ॥

তৃতীয় খণ্ড

পূর্বে যে উঠেছে ঝড়
আজও ছুটেছে বেগে,
অগস্ত্য-উদ্দিষ্ট পথে
বিন্ধ্য-পর্বত

না হ'লে নত, হবে না যে শেষ অগস্ত্য যাত্রার।
আমার গর্জসী বাংলার
আকাশে বাতাসে রোষ বর্ষণ
ছুটন্ত চমকে বজ্র-আস্ফালন ॥

আজ সে ঝড়ের রোষ
প্রচণ্ড পূর্ব ঝঞ্ঝায়
মিশে হয় ভয়ঙ্কর
তাণ্ডব শিবের ;

ছিন্ন ভিন্ন লণ্ডভণ্ড বক্ষ অর্থগৃধ্নু তার।
আমার গর্জসী বাংলার
এ-ঝড় অদম্য মত্ত-ভয়ঙ্কর
তাথৈ তাথৈ নাচে, নাচে প্রলয়ঙ্কর ॥

ঝঞ্ঝার ক্রোধের শেষ
দুষ্টের দমনে হবে,
শিবের তাণ্ডব থামে
পাপের ক্ষালনে ;

আশুতোষ শিষ্টের পালন করে বসুধার।
আমার গর্জসী বাংলার
তখনি সূর্যের সম্ভব শপথ
গগনে উড়বে শান্তির কপোত ॥

তাই এ-ঝড়ের শেষে
সূর্যের রক্তিম ছটা
সবুজ মাঠের বুকে,
সোনালি ধানের

ক্ষেতে ক্ষেতে এঁকে দেবে প্রাণ, মুক্তি গাথার।
আমার সংগ্রামী বাংলার
প্রতিটি অঙ্গনে ফসল-আল্পনা
সার্থক সেদিন রক্তিম-কল্পনা ॥

আজও 'বিদ্রোহী কবি'
অশান্ত 'সুকান্ত' হয়ে
বিদ্রোহী পতাকা বায়
রক্তিম উজ্জ্বল,

মুকুন্দের স্ফুলিঙ্গ ছুটেছে, দুরন্ত ঝঞ্ঝাব
আমার বিদ্রোহী বাংলার
নবীন আশ্বাস পূর্ব-প্রভঞ্জন
স্ফুলিঙ্গ-রচিত তরাই-গর্জন ॥

অগ্নির আখরে রচি
আজও মুকুন্দ গায়
বীরের মাহাত্ম্য গাথা
ললিতে কঠোরে

প্রতিক্ষেপে স্ফুলিঙ্গ ছুটেছে বাক্য-দ্যোতনার।
আমার বিপ্লবী বাংলার
কাব্যের সুষমা কুসুম-সকল
রক্তে-রোয়া-লাল অগ্নির ফসল ॥

বেঁচে থাকি বিদ্রোহে

আজো যদি
নিরবধি ক্লান্তিম্লান চোখ,
কুয়াশার
দুরাশার
আস্তরণ ছিঁড়ে,
জনারণ্যে
জনারণ্যে
কান্তিমান তীরে,
সমুদ্রের
রৌদ্রের
সূর্যস্নাত লোক
উচ্ছ্বাসে
উদ্ভাসে
সুপ্লাবিত না হয়
নিদারুণ কী করুণ গ্লানিম্লান ভয়।
তবে বুঝি
শেষ পুঁজি
হৃতমান বিক্রয়,
আজো আছি
কাছাকাছি বহমান দুঃসময়ে।

কুয়াশার দুরাশার আস্তরণ ছিঁড়ে,
পারাবার বারেবার সূর্যস্নাত হয়ে
গাংচিলে নীলে নীলে বক্ষলগ্ন হয়ে,
সোনা সোনা চনমনা ফুল্ল পৃথিবীরে
আপনার ভাবনার সংঘাতের ভিড়ে
ভেবে ছিল প্রাণে মনে স্থান দেবে নিশ্চয়।
এদিকে যে গেছে ভিজে চোখ, গ্লানি ভয়।

এইভাবে ফিরে পাবে ক্লান্তিহীন জয় ?

রুদ্ধশ্বাস যুদ্ধ বাধাস ক্রুদ্ধ বাতাস
বড় নির্দয় ;
লুব্ধ চোখ সুপ্ত চোখ মুগ্ধলোক
কর নির্ভয় ।

রুদ্ধশ্বাস যুদ্ধ বাধাস ক্রুদ্ধ বাতাস
পেয়েছে টের ;
অনেক ভেবেছি, যতেক ভেবেছি, শতেক বলেছি,
হয়েছে ঢের ।

যা-ই বলি,   যাই বলি,
দীপ্তিমান হোক—
সরা ছায়া, মরা হায়া
ক্লান্তিম্লান চোখ ।

কুয়াশার
দুরাশার
অন্ধকার নিগ্রহে
আমরা কী
বেঁচে থাকি ?
বেঁচে থাকি বিদ্রোহে ।।

ছেঁড়া কঁ্যাথা

এইসব সুখশয্যায়
মুখলজ্জায়
পাংশুটে হয়ে আসে,
ভুলে যাই রৌদ্রহীন দিন
বড়ই মলিন
জড়ানো কঁ্যাথাটা পাশে।
ঘিনঘিনে জোড়াতালি শত
আঘাতের ক্ষত
বক্ষেতে নিয়ে থাকা,—
ঘিনঘিনে ছেঁড়া কঁ্যাথা, তোর
প্রয়াসের জোর
স্পন্দন ধ'রে রাখা…।

এই সব সুখ শয্যায়
ছ্যা ছ্যা লজ্জায়
কঁ্যাথাটার কাছে শিখো ;
কনকনে ঠাণ্ডার দিনে
উষ্ণতা কিনে
একটুকু দেয় নিক।

এইসব সুখ শয্যায়
মুখ লজ্জায়
পাংশুটে হয়ে আসে।

ছেঁড়া কঁ্যাথা অমূল্য গাথা
হিয়া-বুকে-বাঁধা
চিরদিন থাক পাশে ॥

এবার ফেরাও দিন

উটভার জুটবার জন্যে
মরুদেশে যেতে হয় ?
পথে পথে বালিঢিবি—ঘৃণ্য
চোরাবালি, মরুভূমি
হেথা হোথা ইতস্তত ।

তোমরা তো বলবেই, বন্ধু
বহুদ্দেশে বকে যাও ।
সারি সারি গাছ, নদী,
জলাধার, রম্যভূমি
চারিদিকে দেখছ না ?

আলেয়ার পানে আমি
ছুটিনাক । দেখি, সত্যি ।
বেচশমা পৃথিবীর
বেশরম রূপছবি ।

ক্ষয়ে ক্ষয়ে বওয়াভার
সয়ে সয়ে বওয়া,
শুষ্ক ঠোঁটে রুক্ষজিব
চেটে চেটে নেওয়া
লোনাস্বাদ ঘাম,
বুকের কলিজা ফেটে
মুখে উঠে আসা
ছিটে ছিটে রক্তের কণা—
গেঁজে ওঠা থুথুর মোড়কে,
শুকিয়ে আসা ঠোঁটে
রুক্ষজিব বারবার
চেটে চেটে নেয় ।

উটভার বইবার জন্য
মরুদেশে যেতে হয়,
কে বললে ?
ক্ষেতে ক্ষেতে মাঠে মাঠে
কারখানা কলে কলে
এতদিন
ওরা ছিল। এতদিন……
তা-ও তুমি বুঝলেনা ?
এতদিন
ওরা আছে। এতদিন……
তাও তুমি শুনলে না ?
তবে যাও,
সারি সারি উট হও।
রুক্ষ জিব বারবার
চেটে চেটে নেবে
ছিটে ছিটে রক্তকণা,
গেঁজে ওঠা থুথু,
নোনাস্বাদ ঘাম।

তারপর একদিন
ক্লান্ত পায়ে,
হোঁচট খেতে খেতে
ধূসর বালির পরে,
ঘেন্নায় উগরে ফেলবে
গলগলিয়ে
তোমার কৃতকর্মের
ফসল ফলাতে
অবিরাম রক্তের সিঞ্চন,
উৎস শেষ না-হওয়া পর্যন্ত।

ধূসর চোরাবালি তাইতো চেয়েছিল

কিন্তু
বাতাসে—উষ্ণশ্বাসে
গুমরে ওঠা
তোমার মর্মবাণী,
এবার ফেরাও দিন।
বন্ধ হোক
শুষ্ক ঠোঁটে রুক্ষ জিবে—
ছিটে ছিটে রক্তকণা,
গেঁজে-ওঠা থুথু,
লোনাস্বাদ—ঘাম,
থেকে থেকে সারাটা জীবন
শুধু চাটা; শুধু চাটা।

তাই
বাতাসে উষ্ণশ্বাসে
শেষ ক্রুদ্ধ দীর্ঘশ্বাস
গুমরে-ওঠা তোমার মর্মবাণী,
আর্তবাণী নয়,
গর্জে ওঠে ঃ
এবার ফেরাও দিন।
এবার ফেরাব দিন॥
আর নয় ঘুমচোখে
শুয়ে থাকা কপট রাত্রির কোলে

গম্ভীর বজ্রকণ্ঠে
বারবার বিদ্যুৎ চমকায় ঃ
এবার ফেরাও দিন

এবার ফেরাও দিন।
এবার ফেরাও দিন,
আজও যারা আছ
ক্লান্ত শ্রান্ত উট সারি সারি,
ধূসর শুষ্ক তপ্ত বালুতে
শেষ রক্ত সিঞ্চনের
নিষ্ঠুর প্রতীক্ষায় ।।

একুশ

বাঁধো রাখী শপথের

এতদিন ধরে বেঁধেছ যে রাখী
শুধু শুধু ধার বাকী
করে করে। ক্ষয়ে গেল জীবন তরণী
রব যে নিঃশেষ।

এতদিন পরে বুঝেছ সে ফাঁকি।
হায় মাটি হ'ল নাকি ?
ঘরে ঘরে রয়ে গেল কৃপণ ঘরণী
সব যে বিদ্বেষ ॥

বার বার করে বেঁধেছ যে রাখী
মিছে শুধু ধার বাকী
করে করে। ধর হাল, স্বাধীন ধরণী
কর সে উদ্দেশ ॥

পারাবার পরে আকাশে যে পাখি
ফেরাও সেদিকে আঁখি।
জোরে জোরে পড়ে ফেল নবীনবরণী
রক্তিম নির্দেশ ॥

এতদিন ধ'রে বেঁধেছ যে রাখী
নিজেকে দিয়েছ ফাঁকি
ম'রে ম'রে। দেখনিক আপন ঘরণী
প্রিয় যে স্বদেশ।

বারবার ক'রে চেয়েছে সে রাখী,
মিলাতে চেয়েছে আঁখি
ডোরে ডোরে। চেয়েছিল বাঁধন, কিষাণী
করেছ বিদ্বেষ ॥

এইবার তবে বাঁধব যে রাখী
দেবনা দেবনা ফাঁকি
জ্বলো আঁখি, বয়ে চল জীবন তরণী
সূর্যের উদ্দেশ।

বারবার হবে ভুলের মাশুল ফাঁকি?
শেষ করব ধার বাকি।
বাঁধি রাখী শপথের, স্বাধীন ধরণী—
ঋণ যে নিঃশেষ ॥

মধ্যবিত্ত : কথা : শেষকথা

এখন আকাশ ফাটানো শব্দ
ততটা হতভম্ব করেনা। ততটা জব্দ
করতেও পারেনা। আগের মতো
কানে লাগায় না তালা। ক'জন আহত,
নিহত ক'জন ? কাল সকালে
দেখা যাবে। কচি ছেলেটা কোঁকালে
দুবার থাবড়ে দি :
'না, না, না কিসসু হয়নি।'
'কি গো তোমার হ'ল, শোবে কখন ?'
—'অ্যাই জানো, ওরা তখন
বোমা বাঁধছিল।' আমায় বলল, 'তুমি যাও, নয় দূরে থাক।
আচ্ছা সমীরের কিছু হ'ল না তো ? বল না গো ?'
—'ধ্যেৎ ধ্যেৎ শোবার সময় উৎপাত, রোজ, আজও
এখুনি পুলিশ আসবে, দরজা জানালা বন্ধ করে—
মশারী গোঁজ।'

এখন চোখের সামনে বোমা
ফাটলেও চোখ ধাঁধায় না। ওমা,
ব'লে গৃহিণী হয়তো ঘোর দেয়।
নিরন্তর চেষ্টা রুখতে প্রাণের অপব্যয়।
এখন চোখের সামনে পুলিশ, দালাল গুলি
করলেও বুকে বাজে না। বুলি
হয়তো চোখের জলে ভাসে।
ওর কারণ আছে, আর তো সে থাকবে না পাশে।
তাই তার জোটে দাদাবৌদির তিরস্কার, চুলের মুঠিতে টান।
পাশের বাড়িতে রেডিওতে, এক টানা বেজে চলে—
লারে লাপ্পা গান।

কিংবা প্রধানমন্ত্রীর সুরেলা ভাষণ :
আরো জোরদার করা হবে, আইনশৃঙ্খলাশাসন।
এখন পুলিশ-দালালরা ভালমানুষ বিপ্লবীদের
চোখের সামনে খুন করে।
ভয়ে আঁৎকে উঠি। পাছে আমি মরে
না যাই। দৌড়ে পালাই।
এর সামনে কোন শালাই
চোখ ঠিক রাখতে পারেনা। ওরে ব্যস্
মরুক না প্রভাস বা আব্বাস,
আমার কী? আপনি বাঁচলে বাপের নাম,
ছি ছি অনাসৃষ্টি, রাম রাম!

'তোদের সব ভালো বুঝলি, ভুলো,
কিন্তু খুনোখুনি জলজ্যান্ত ছেলেগুলো—
আহা! মায়ের প্রাণ.........এটা তোরা
বন্ধ করতে পারিস নে? এ-পোড়া
দেশের হবে কী? এ-আবার কী রাজনীতি?
সুভাষ বোস কী রাজনীতি করে নি? প্রেমপ্রীতি
ভালবাসা উচ্ছন্নে গেছে, ছ্যা ছ্যাঃ, মাগো!
ওরে গোপাল, আজ গণ্ডগোল, কোথাও বেরুস নাক।
ভুলো, যা তো দোর দি—মায়ের প্রাণ তো,
মিনু, মা, আমার পানের বাটাটা আন তো।'

এমনি করেই বাঁচবে ভেবেছ
তোমরা? বোমা, গুলি, খুন, পুলিশের অত্যাচার দেখেছ।
দেখে যাও, দেখে যাচ্ছ।
অথচ, শান্তি, স্বস্তি কী পাচ্ছ?
তবে কেন বৃথা চুপ করে থাকা?

তোমরাও শব্দ হও, ধর যুগ-চাকা,
গুলি হয়ে বুকে বেঁধ জুলুমবাজদের।
শাণিত ছুরির ফলা বুকেতে তাদের
বসাও। এভাবে কর শেষ অস্বস্তির দিন।
না পার সাহায্য কর। এ দেশ স্বাধীন
নয়, বোঝনা কেন ?

তবু ভাব, বারবার, এই ভাল যেন
এভাবে পশুর জীবন
নিজের স্বার্থচিন্তা, আপন আপন
করে করে আপন কিছু কী পেলে ?
রক্তের মূল্যে রক্তিম স্বপ্নের দিন মেলে,
এ-কথা ভুলোনা বন্ধু। তাই,
এ লড়ায়ে হয়ে যাও সামিল সবাই।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস,
বুকভরে পাবে তুমি এক আকাশ নিশ্বাস
মুক্ত পৃথিবীর,
মনে রেখ, মজুর কিষাণই হচ্ছে এ যুগের বীর,
তরাই প্রান্তরে যার পর্ণ কুটীর।

একটি তৃণের কাহিনী

নীরেট পাথরে ক্ষুদ্র উদ্দীপিত তৃণ।
মরুতে অরণ্যবন! সাগরে আগুন!
অপার বিস্ময়! পায়নি আলোর দেখা,
পায়নি বাঞ্ছিত জল, পায়নিক ক্লেশে
জীবন ধারণের উপযুক্ত উর্বর
মাটির কোল, নির্মল বায়ু একটু
পায়নি প্রবেশ, তবু সে যে উদ্দীপিত।
অক্লান্ত প্রচেষ্টা তার সূর্য ধরবার,
অক্লান্ত প্রয়াস তার সিন্ধু-পদমূলে
সিঞ্চিত হবার। বঞ্চিত জীবন গ্লানি
স্পর্ধার পদাঘাতে চূর্ণ বিচূর্ণ করে
কালো পাথরে।
পাষাণ বুকের পরে
একাকী উদ্ধত, উন্নত, যেন বিদ্রোহী।

নীরেট পাষাণ বুকে চির ধরা রেখা,
বিদীর্ণ হয়েছে তৃণের ভীষণ ক্রোধে,
এতদিন পায়নিক জল, মাটি, রোদ,
আজ কেন শোধবোদ করবে না রোষ?
এতদিন দিয়েছে যা কৃপণ পাষাণী,
কড়া গণ্ডায় মেটাবে নাকি তৃণমূল
সেইসব ঋণ, অন্ধকার, তীব্র জ্বালা,
ঘৃণ্যকুটিল ভ্রূণহত্যার ষড়যন্ত্র।

জানি আমি জানি নীরেট পাষাণ হবে
বিধ্বস্ত হৃদয়, খণ্ডখণ্ড লণ্ডভণ্ড

তৃণের স্পর্ধায়। শ্রদ্ধায় ব্রহ্মাণ্ড নত
করে মাথা, বাতাসকে বলে, হে পবন,
বহমান হও, তৃণশিশু আন্দোলিত
হবে। বলে, হে অমিত-তেজ-বিবস্বান,
তোমার উত্তপ্ত স্পর্শ দাও, তৃণশিশু
সঞ্জীবিত হবে। বলে, হে সিক্ত জলোধি,
অকৃপণ হয়ো না, শীতল স্পর্শ দাও।
তৃণশিশু যে তৃষ্ণার্ত, দ্যাখ, বিদ্যমান।
বলে, হে শ্যামল তৃণক্ষেত্র, তরায়ের
প্রান্তে-উপপ্রান্তে দ্রুত ধাবমান হও।
তৃণশিশু তোমাদের প্রতীক্ষায় চেয়ে।
বিধ্বস্ত কর, বিধ্বস্ত কর, প্রস্তরাদি ;
তৃণশিশু তৃণদলে তৃণক্ষেত্রে হবে
আন্দোলিত। হিমাদ্রির বনানীর ছায়া
প্রয়োজনে ছত্র ধরবে, উত্তপ্ত রৌদ্রে।
তৃণশিশুর বিদ্রোহে বশ্যতায় নত
অকৃপণ বসুন্ধরা। প্রকৃতি উৎফুল্ল।

একথা তো জানি আমি জানি, তৃণশিশু
কাল ঠিক তৃণযুবা হয়ে তৃণক্ষেত্রে
হেঁটে মিশে যাবে। বিধ্বস্ত পাষাণ বুকে
সদম্ভে হেনেই বারবার পদাঘাত
আকাশকে বলবে, হে অন্তরীক্ষ, বীর
তুমি রুদ্রতেজ সূর্যকে ধারণ কর,
তুমি বিচিত্র, বিস্ময়, অনন্ত, অসীম
প্রকাশিত হও। তোমার মুক্ত আশ্বাসে
আমি নেব বুকভরে একবুক শ্বাস।
তারপর আমি শুধু তরায়ের তৃণ
নই, হিমালয় প্রান্ত থেকে যে প্রান্তরে

আটাশ

তাকাও, আমায় দেখবে উন্নত, দৃঢ়
কুমারিকা হতে কাশ্মীরে, পশ্চিমে, পূর্বে,
বাংলার মাঠে মাঠে, আমি তো আছি ঠিক।
আছি আরো প্রতীক্ষায়, হিমালয় পার
হয়ে কবে যাব হেঁটে পাহাড়ের পরে,
যেখানে আরো তৃণ হয়েছিল উদ্ধত,
দেখিয়েছে পথ আমাকে। আমি আজও
সূর্য প্রতীক্ষায় : কবে যাব মিশে সেই
শ্যামল তৃণছায়া পথে, সে রক্তিমাভ
চারণ ক্ষেত্রে আমিও হব একজন।

জানি আমি সৃষ্টির এ-মর্মমূলবাণী,
উদ্দীপিত তৃণমূল দুর্বার প্রত্যয়ে
বিধ্বস্ত পাষাণ বক্ষে খোদিত আকাঙ্ক্ষা,
আজকে হয়তো একা, একক বিদ্রোহী
কাল হবে আলোকিত, প্রদীপ্ত ঘোষণা,
চিরন্তন ইতিহাস সূর্যের স্বাক্ষর।

যদি শোন শান্তির বাণী

শান্তির ললিতবাণী
যখনি শুনি তোমাদের মুখে,
প্রগতির প্রতিধ্বনি
যখনি শুনি তোমাদের মুখে,
অন্তর্যামী সুনিশ্চিত হয় :
আর কোন নেই সংশয়,
রণদামামার বাজতে নেইক দেরী
সুন্দরী মুখে শুনি যুদ্ধের ভেরী।

প্রগতির তীক্ষ্ণ বাণ মাখা কালো বিষে,
বৃহত্তর পরিকল্পনা—মারতে চাও পিষে।

গণতন্ত্রের ধ্বজা ধ'রে
দাও নাড়া যত জোরে,
আমি বুঝি, গেল প্রাণ,
স্বৈরতন্ত্র বর্তমান।

যত দেখি দহরম বিবেক'র
শ্রদ্ধাভক্তি অহরহ—গান্ধী ও বুদ্ধে,
আমি জানি, দফাগয়া গরীবের
নির্ঘাৎ মরণ আছে সামনের যুদ্ধে।

তাই আমি হাওয়া দেখে
আগে থেকে
করি ঠিক,
কোনদিকে যাব ? পশ্চিম না পূবদিক ?
সন্দেহ নেই, একটাই রাস্তা, পূবদিক।

তাই আমি আগে থেকে
প্রস্তুত হয়ে থাকি,
ফাঁকির ফাঁকি দিতে
চালাকির চালাকি।

যদি শোন শান্তির বাণী
যুদ্ধের প্রস্তুতি নাও, এইটুকু জানি ।।

পূবের হাওয়া

দরোজাটা খুলে দে, কে আছিস ?
বদ্ধঘরে হাঁপিয়ে উঠছি, গরম গরম।
চটের পর্দাটা তুলে দে, উঃ অসহ্য।
বদ্ধঘরে ঘামিয়ে উঠছি, কে আছিস ?

দরোজাটা সটান খুলে দে।
একটিও ছিদ্র নেই,
ভ্যাপসা গন্ধে ঘর ভুরভুর,
একটুও আলো নেই,
নিদেন একটি মোমবাতি ?
তা-ও নেই।
কালিঝুলি মাখা ভাঙা হারিকেন ?
তা-ও নেই।
নিবু-নিবু থেবড়ানো কুপী একটা ?
তাও নেই।
পিদিমের তেলতেলে মরে-যাওয়া পলতের ডগা ?
না না তা-ও নেই।
উঃ কী অন্ধকার
চোখে দেখছি ধাঁধা,
ছোটবড় শূন্যের বলয়।

দরোজাটা খুলে দে, কে আছিস ?
বদ্ধঘরে কেঁপে উঠছি,

দম বন্ধ হয়ে আসছে,
শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে,
ছিটকিনি খুলে দে, কে আছিস ?
আমি আর পারছি না,
খিল কি শক্ত ক'রে লাগানো ?
উঃ আমি আর পারছিনা, পারছি না।
মশা কামড়ে ফুলিয়ে দিয়েছে।
ঠোঁট, চোখ, কান, নাক, সারা গা।
মাছিগুলো ঘিনঘিন করছে,
জলের মতো শুঁড়ে কী লাগানো !
গায়ে বসছে, ছেঁকে ধরে আছে,
ওঃ বাচ্চাটার পেচ্ছাপ, বাহ্যে।
চৌকির ওপর বসতেও পারছিনা,
ছারপোকারা রক্ত চোষার ভোজে মেতেছে।

ওকি, খোকা কাঁদেনা কেন ?
গুমুতে একাকার ছেঁড়া ক্যাথায়
হাত-পা দাপড়াচ্ছে না কেন ?
একবারও কী দাপড়াতে নেই ?

ওকি, খোকার মা, খেঁদি, খেঁদি কোথায় ?
অন্ধকারে দেখতে না পেলেও
বোঝা তো উচিত, যেমন অন্যদিন বুঝি।
কই, ওতো খোকাকে ঘাট করছে না
মাই দিচ্ছেনা মুখে,
দুধ খাওয়ার চুকচুক শব্দ তো হচ্ছেনা
ওঃ মশা মাছি যা ভনভন করছে—
কিন্তু তাহলেও, অন্যদিন তো শুনি।
তবে—কী নারুবাবু এসেছিল,

ভাড়া চাইতে এসে কিছু করেছে ?
তবে কী বড়বাবু এসেছিল,
কিছু দিয়েছে ?
খোঁদি, খোকার মা, খোকা ?
সাড়া নেই।
তবে কী আজ ওরা ঘুমিয়ে পড়েছে ?
বোধহয় আজ ওরা খুব পেট পুরে খেয়েছে।
কোথায় পেল, কে দিল ? আমি তো নই।
ওরা কী ফন্দি করে আমায় জব্দ করছে,
বাঃ মন্দ নয় ঃ
বন্দী করে ফন্দি জোটা মন্দ নয়।
কিন্তু ওরা আছে কী করে,
আমি তো পারছি না।
ঘুট ঘুটে অন্ধকার
থাকতে পারছিনা
ঘুমোতে পারছিনা,
হয়তো এইভাবে থাকলে
অচিরেই চিরঘুমে ঢলে পড়ব।

না না তা হয় না
একটু বাঁচার চেষ্টা
করতে হবে না ?

জোরে, জোরে, আরেকটু জোরে,
হ্যাঁ, এই এই এই
ও বাব্বারে, হাঁপাচ্ছি খুব,
শেষ চেষ্টা দেখি,
এই তো অন্ধকারে হাতড়ে খিল পেয়েছি,
ছিটকিনি ? তা-ও খুব কষ্ট হচ্ছে খুলতে।

উঁহুঁ, আঃ এবার দরোজা খুলতে পারব,
বাঁচব, বাঁচাব খোকা খেঁদিকে।
একি দরোজা খোলে না কেন ?
বাইরে শেকল তোলা।
শুয়োরের বাচ্চারা শেকলও তুলে দিয়েছে ?
নাঃ এ-যাত্রায় আজকের রাত
আর কাটবে না বুঝি।
ও বাবা দরোজা, চিচিং ফাঁক
হনা, বাপু, একবারটি, লক্ষ্মী।
নাঃ। আমি তো আলিবাবা নই যে চিচিং ফাঁক হবে।
তবু যদি, খোকা, খেঁদি, আমি
এ-যাত্রা.........
দেখি একটু চীৎকার করে :

কে আছিস ? দরোজা খোল
কে আছিস ? বাঁচা।
কে আছিস ? শেকলটা খুলে দে।
কে আছিস ? আমাদের বাঁচা,
আমি, খেঁদি, খোকা,
বাঁচা, বাঁচা, বাঁচা !

ওই বুঝি কেউ আসছে।
আঃ থামনা, মড়াখেকো মশা,
ভনভনানি থামা তোর, মাছি,
রক্তচোষা ছারপোকা, একটু ক্ষ্যান্তি দে।
জোরে জোরে দম নেওয়া বুকে
হাতুড়ি পেটা একটু থামা বাপু, একটু।
ওই বুঝি কেউ আসছে !
অ্যাই শুয়োরের বাচ্চারা, চুপ কর,

কান খাড়া করে একটু শুনতে দে,
দূর থেকে কাছে এসেছে কেউ।
গুটি গুটি পায়ের শব্দ,
হঁ্যা ঠিক শুনতে পাচ্ছি।
আরো জোরে কানটা ঠেসে দিই
দরোজার পাল্লায়,
উঃ উইগুলো ঢুকে গেল বুঝি।
হঁ্যা, এইবার চিচিংফাঁক,
কেউ এসেছে, ডাক শুনে, যা চেল্লানো,
ঘাটের মড়াও উঠে আসত।

ওরে কে আছিস দরোজা খোল
আমরা মরে গেলুম,
বাঁচা, বাঁচা, বাঁচা।
দম আটকে আসছে আর পারছি না।
শেকলটা খুলে দে,
এরপরও শালারা শেকল দিয়েছে,
মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা,
খোল, খোল, জলদি খোল।
তোর গুষ্টির পায়ে পড়ি, মাইরি,
জলদি খোল, তোর চোদ্দপুরুষের
বান্দা হয়ে থাকব, হক কথা,
কোন শালা, জবান ফেরায়?
আমার নাম তবে নগেন মিস্ত্রি নয়।
কালির দিব্যি, খোল জলদি।
এইতো ঝনাৎ করে শব্দ হ'ল।
একি, দরোজা তো খুলছে না!
তবে কী আমার গায়ে জোর নেই?
ওঃ তুই ফকরেমি কচ্ছিস।

ভ্যালারে তোর ফকরেমি,
মড়ার সাথে ফাজলামো ?
খোল, খোল, বানচোত প্রাণ গেল,
এখন ফাজলামো করার সময় ?
'খুলেছি।'
তবে খুলছে না কেন ?
'তালা দেওয়া।'
ফাঁক দিয়ে হাওয়া আসছে না কেন ?
'পিচ দিয়ে বন্ধ।'
তাই তো বলি, দরোজার পাল্লা, ভাঙা, ফুটো,
তবু একটু হাওয়া আসে না,
একটু আলোর বিন্দুও দেখিনা ?
আচ্ছা, শালাদের যমের দুয়োরে পাঠাচ্ছি।
বুঝি না এ বোসবাবু বড়বাবুদের কাজ ?
তা হ'লে ?
'তা হ'লে আর কী ভাঙ্।'
মার লাথি।
'কেন তুই-ই কর না।'
আমি পারছিনা,
চেষ্টা করেছি, পারিনি,
অবশ হয়ে আসছে গা,
শুনতে পাচ্ছিস না আমার বুকের
হাতুড়ি পেটার আওয়াজ ?
ওঃ ঘরে যা ভনভনানি,
শুনবি কী করে
একটা কিছু কর।
আমি, খেঁদি, খোকা,
খেঁদি, খোকার রা পাচ্ছিনা,
খোকা কাঁদছে না খিদেয়,

খেঁদি মুখ ঝামটা দিচ্ছে না।
আমি আর পারছি না,
একটা কিছু কর।
করতেই তো এসেছি।
তবে হাঁদার মতো দাঁড়িয়ে
আছিস কেন ?
'তোকেও লাগতে হবে।'
আমি পারছি না, তুই কী মানুষ !
'তবু পারতে হবে,
শেষ চেষ্টায় শিরদাঁড়া
সোজা কর,
হাতের মুঠো শক্ত কর,
মনে জোর আন,
পায়ের পেশীতে জোর আন।'
শিরদাঁড়া ভেঙে গেছে,
হাতের মুঠো নেই, ক'টা হাড়, শিরা ;
পায়ের পেশী সরু রশি হ'য়ে গেছে।

'তবু সোজা হ'তে হবে।
নে ভাঙ, শিরদাঁড়া সোজা কর।
মুঠি শক্ত কর। ঘুষি মার।
লাথি মেরে ভাঙ।'
তুই-ই ভাঙ না,
আমি পারছি না।

'দু-জনকে একসাথে লাগতে হবে,
তুই এধার থেকে, আমি ওধার থেকে।
মার জোরে হেঁইও।

এই দরোজাটা শক্ত খুব।
'না না ততটা নয়,
দেখছিস না, ঘুন ধরে গেছে,
একটু জোরে ধাক্কা দিলেই
ভেঙে পড়বে।'
হবে। উঃ নে, মার।
মার জোরে হেঁইও
আউর থোরা হেঁইও
জলদি তোড় হেঁইও
ভাঙ দরোজা হেঁইও
ভাঙ্, ভাঙ, ভাঙ ভেঙেছে।
আঃ এতক্ষণে বাঁচলাম।
ফুরফুরে ঠাণ্ডা হাওয়া
চাঁদের আলো, জ্যোৎস্না, উঃ
আমি সত্যি সত্যি বেঁচে গেছি।
স্বপ্ন নয় তো ? ধর, ধর, আমার
গাটা ধর। চিমটি কাট।
দাঁড়া, দাঁড়া, খেঁদিটাকে দেখি,
খেঁদি, খোকা, নাঃ সাড়া নেই।
টেঁসে গেছে বোধ হয়,
এই একটু জল আনতে পারিস,
ঠাণ্ডা জল ?
'দাঁড়া। এই নে।'
খেঁদি, খোকার মা, ওঠ, ওঠ
দ্যাখ কে এসেছে,
আমায় বাঁচাতে এসেছে।
খোকা, খোকা, দ্যাখ বাবা
কে এসেছে, দ্যাখ,
আর তোদের কষ্ট পেতে হবেনা।

খেঁদি একবারটি ওঠ,
দ্যাখ দ্যাখ, কেউ ইয়ার দোস্ত আসে নি,
আসেনি, মাইরি তোর বুক
ছুঁয়ে বলছি।
দ্যাখ, হারান মাল খেয়ে আসেনি।
যে শালা মিথ্যে কথা বলে তার
বাপের ঠিক নেই।
খোকা, লজেঞ্চুস্
নাঃ টেসে গেছে, বুঝলি।
ঘরের গরমেও গতর গুলো
ঠাণ্ডা হিমের মতো
হায়। নগেন মিস্ত্রির মরণ নেই!
'কাঁদিস না নগেন।'
নানা কাঁদব কেন?
জল সব কবেই শুকিয়ে গেছে,
ও খোকার পেচ্ছাব, বমিও হতে পারে,
উবু হয়ে ওকে দেখতে গিয়ে
চোখের পাতায় লেগে গেছে।
ওঃ এতক্ষণ নিজেকে নিয়েই আছি,
তা তোর বাড়ি কোথা,
আমার চেল্লানো কানে গেল?
'নইলে এলাম কী করে?
বাড়ি ওই উত্তরের পাহাড়ের ওপারে,
ইয়াংসি নদীর পারে।
তুই চেঁচাচ্ছিস, আমি কী থাকতে পারি?
তা অনেক পথ ঘুরে আসতে হ'ল,
তাই একটু সময় লাগল,
নইলে আগেই চলে আসতাম।'
অনেক পথ ঘুরে আসতে হ'ল বুঝি?

আমি ভাবলাম, কাছেই, তাই এলি।
'মন পড়ে আছে তোদের কাছে,
কাছাকাছি নয় কী ?'
তা ঠিক, তা তোর নাম কী ?
এ্যাই দ্যাখ, নামটাই জিজ্ঞেস
করতে ভুলে গেছি।
'আমায় সকলে 'পূবের হাওয়া' বলে।'
কী কাজ করিস ?
কত মায়নে পাস ?
দেখে তো মনে হচ্ছে খুশ মেজাজে
আছিস। বহাল তবিয়তে।
গতরখানাও বেশ প্রকৃষ্ট।
'কাজ ? এই কাজ। ডাক শুনে আসি,
ডাক দিয়ে যাই।
হাঁফধরা মানুষদের হাঁফ ছাড়াই।
বন্ধঘরে দম বন্ধ হ'তে
থাকলে, দরজা ভাঙি।
দিই ঠাণ্ডা এক ঝলক
সতেজ ফুরফুরে হাওয়ার ঝাপটা।
দিই মন্ত্র কানে কানে
জনে জনে বন্ধ কপাট ভাঙার।
মায়নে ? অনেক বেশী,
তোরা ভাবতেই পারিস নে।
আকাশ ভরা যত তারা
আমার মায়নে তত।'
দূর তা কখনো হয় ?
'হয় রে, আকাশের শেষ আছে ?'
না না, তা তো নেই।
'তাহলে আমার মায়নেরও শেষ নেই।

আমার মায়নে হ'ল মুক্তির মুক্তো।'
কী যে বলিস বুঝি না ;
কী যেন নামটা বললি,
পুবের হাওয়া ?
আচ্ছা, পুবের হাওয়া,
তুই আমার জীবন বাঁচিয়েছিস,
আরেকটু আগে এলে, ওরাও বাঁচত।
আচ্ছা, তোর 'পুবের হাওয়া'
নাম হ'ল কেন বল তো ?
'কেননা, আমিই ফুরফুরে
ঠাণ্ডা-হাওয়া ;
আমিই জীবন দিই
তোদের মতন দম—আটকে আসা মানুষকে।
আবার আমি ঝড় হয়ে যাই,
খ্যাপা ঝোড় তাণ্ডবে উপড়ে ফেলি বিষ গাছের গোড়াগুলো
যারা তোদের দম আটকে মারে,
যেমন তুই মরছিলি।
পুবের মানুষকে ঘরে ঘরে
পশ্চিমের শয়তান গুলো
এমনি করে দম বন্ধ করে
মেরেছে, মারতে চেয়েছে।
আমিই সেই পুবের হাওয়া
পশ্চিমের শয়তান গুলোকে
ধমকে দিয়েছি ; দাপড়ে
দিয়েছি, মেরেছি কষে।
আমিই পুবের হাওয়া
পশ্চিমের হাওয়ার ওপর
চড়াও হয়েছি, বন্ধু।'

বিয়াল্লিশ

তোর কথাগুলো
একেবারে মনের মতো ;
আমি অতশত বুঝিনাক।
কিন্তু, মনে হয়, একেবারে,
বিলকুল মনের মতো।
ঠিক যেন দিল কা বাত।
তা তোর সংগে কে ?
'কিষেণ'।
কি-সেন ?
'কি-সেন নয়, কিষেণ।
হেথাই বাড়ি, ঐ শালবনের ধারে,
গ্রাম ময়নামতী
পোষ্টাপিস তো সব্বাই জানে।
কাজ ? চাষবাস।'
তা ওকে কেন ?
'ও না হ'লে তো
বাঁচতে পারতিস না।'
কেন ?
কিষেণ আর কিষেণীকে
কুঁড়েঘরে বন্ধ ক'রে
আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল,
তোর মতোই হাঁপাচ্ছিল,
তারপর আমি পথ দেখালাম।
কিষেণকে ডেকে বললাম
ওই ভাবেই ভাঙ।
তখন ওই তোর দরোজাটা
ভাঙল, তালাটা ভাঙল,
দরোজাটা কুড়ুল দিয়ে
হালের মাথা দিয়ে

কাস্তের ফলা দিয়ে
চিরে দিল ঘুণধরা কাঠ।
তীর দিয়ে বিঁধে বিঁধে দিল
দরোজা খুলতে না-দেওয়া
শয়তানদের বুক।
আমি যেমন করে ভেঙেছিলাম।'
তা হ'লে তুই ?
'আর আমি ওমনি ঢুকে পড়লাম,
ফুরফুরে ঠাণ্ডা হাওয়া নিয়ে
ফুসফুসে পৌঁছে দিলাম
প্রয়োজন মতো।'

তাহ'লে কিষেণও তোর মতই বন্ধু ?
'কী মনে হচ্ছে ?'
তা তো মনে হচ্ছে ঠিকই।
'তা হ'লে ?'
কোথায় বসাই তাই ভাবছি '
চারদিকে যা অবস্থা...
'থাক, থাক, বসানোর
কথা ভাবতে হবে না এখন,
কাজের কথা ভাব।'
ক'টা যে পচার ফুলুরি
কিনে খাওয়াব, তা পয়সা নেই পকেটে
কিছু মনে করিস না, মাইরি।
'একটা জিনিষ আমায় দিতে হবে।'
কী ?
'বন্ধুত্ব'।
দোস্তি সে তো হয়েছেই
হাত বাড়িয়েই আছি।

'তবে, কিষেণের পাশে
দাঁড়া, ওকে ভরসা দে।
আজ কিষেণ এসেছে
ডাক শুনে আমার সাথে,
তুই-ও ও-ডাকে সাড়া দে।
কিষেণ তোর ছোটই
তুই ওর দাদার মতন,
এবার থেকে ও তোর
কথাই শুনবে।
তাই আজ থেকে
চলে যা হাতুড়িটা নিয়ে
ওর সাথে ক্ষেতে ক্ষেতে,
গাঁয়ে গাঁয়ে
দম আটকে ওঠা মানুষগুলো
চেঁচাচ্ছে, ওদের বন্ধ দরোজা
ভেঙে টুকরো টুকরো করে দিতে
ছুটে বেরিয়ে পড়, দেরী
করিস নি নগেন মিস্ত্রি।

কিষেণ, দাদাকে পথ দেখিয়ে
নিয়ে যা, ভাঙিসনা কখনো
রাম-লক্ষ্মণের সম্পর্ক, মহান ভ্রাতৃত্ব।
নগেন মিস্ত্রি কাল তোকে পথ
দেখাবে নিশ্চয়।
ওরই যে পথ দেখাবার কথা।'

কিন্তু, খেঁদি, খোকা
ওদের কী হবে?
'কাঁধে করে নিয়ে যা,

গঙ্গায় বা ব্রহ্মপুত্রে
ফেলে দিস। দুঃখ করিস না,
গঙ্গার পারে পারে
ব্রহ্মপুত্রের জলোচ্ছ্বাসে
আবার ওরা আসবে।
আর যাতে খেঁদি
খোকাকে এমনি ক'রে
কারু না অকালে ফেলতে হয়,
সেজন্যেই তো তোদের
তাড়াতাড়ি যাওয়া দরকার।
দেরী হ'লে অন্য কোন ঘরে
মরে যাবে অনেক খেঁদি, খোকা।'

আচ্ছা, পুবের হাওয়া
তুই এতসব জানিস কী করে
বলবি ?
'আমারও দম বন্ধ করে
মারছিল ওরা একদিন।
তারপর পথ দেখাল
দুই বন্ধু, সাইবেরিয়ার পরে
বরফ ঢাকা সাদা মখমলের
গাঁয়ের পথের পরে ঘর যার
রুশদেশের পিতা আর
ইস্পাতের তলোয়ার এসে বললে,
ভাঙ দরজা, ওঠা তরোয়াল।
তাই শিখলাম।
শিখলাম তার কাছে,
দুনিয়ার সবচেয়ে বড়
যে ঋষি জন্মেছিল

রাইন নদীর দেশে, মহান
আর তারি শিষ্য এক বন্ধুর কাছে।'

বুঝলাম। তা তুই কোথায় যাবি এখন ?
'কাজে, কাজে কাজে ঘুরে বেড়াব।
অনেক কাজ, অনেক কাজ, অনেক কাজ,
অনেক পথ, অনেক গ্রাম, অনেক মরু,
অনেক সাগর, অনেক অরণ্য—পেরুতে হবে।
কখনো উত্তাল ঝঞ্ঝা, উন্মত্ত,
কখনো ফুরফুরে ঠাণ্ডা হিমেল হাওয়া
হয়ে আকাশের কাছে আমার কাজের
মাইনে নিতে হবে।
সুনীল আকাশে রক্তিম সূর্যালোকে
আনন্দের পায়রার খুশীতে উচ্ছল
ডানা দুটির মতন
আমিও তখন হাত নেড়ে বেড়াব·
দু'হাতে কুড়োতে থাকব
মুঠো মুঠো মুক্তির মুক্তো।'

আর দেখা হবে না ?
পচার দোকানের ফুলুরিটা কিন্তু
আমি খাওয়াবোই।
তুই যদি একবারটি খেতিস !
'হে হে, ফুলুরি ? তা খাওয়া যাবে !
এখন নয়।
দেখা নিশ্চয় হবে।
গঙ্গার ওপর দিয়ে আমায়
বইতেই হবে। তখন দেখা হবে।
দেখা হবে তখনি, ডাকবি যখন।

যদি বলিস ঝঞ্ঝা হ'তে
আমি ভয়ঙ্কর তাণ্ডব নেচে বেড়াব
খ্যাপা ঝোড়ো হাওয়া ভীষণ রাগে উপড়ে ফেলবে
বিষ গাছের গোড়াগুলো।

যদি বলিস ঠাণ্ডা হ'তে
আমি হিমেল বরফের ছোট্ট
পাখি হয়ে আসব, গান শোনাব
মিষ্টি সোনালি রোদ্দুরে।
কিন্তু তখুনি, যখন দেখব
নগেন কিষেণ মৈত্রীর রাখী পরে
শুনিয়েছে আনন্দের বাঁশী ঘরে ঘরে,
ভেঙেছে দরোজা ঘুন ধরা পচা
দম আটকে ওঠা মানুষ গুলোকে
বাঁচিয়েছে আমারই মতন।
আবার তখন আসব আমি
নবান্নে—উঠোনে উঠোনে
মুক্তি দিয়ে এঁকে যাব
সাম্যের আল্পনা…।

এখন আমার অনেক কাজ,
পূবের হাওয়ার দিগ্বিজয়
হয় নি শেষ।
পূবের হাওয়া ঘোড়ায় চেপে
বেরিয়েছে বিশ্বজয়ে অশ্বমেধ যজ্ঞে।
পশ্চিমের হাওয়া লাগাম টানলে
ঘোর কুরুক্ষেত্র বাধবে
পশ্চিমের পরাজয়ে
দিগ্বিজয়ী না-হওয়া-পর্যন্ত

পুবের হাওয়া আমায় তো
ছুটে বেড়াতেই হবে ;
বেড়াতেই হবে, ছুটতেই হবে,
কী বলিস ?'

এই পথে যেতে যেতে

শত শত কমরেডের খুন ঝরেছে
এই পথে,
এই পথে যেতে যেতে
তোমরা ভুলে গেলে ?

উচ্ছল প্রাণবন্ত ফুটন্ত
জ্বলন্ত সেই রক্ত গোলাপের
রক্তিম ঘ্রাণ নিয়েছ,
নিয়েছ একদিন
এই পথে,
এই পথে যেতে যেতে
তোমরা ভুলে গেলে ?

আগের বসন্তে
স্বপ্নিল কল্পনার জাল বুনেছিলে,
কল্পনার বাস্তব আল্পনা দেবে
তোমাদের গাঁয়ের ছোট্ট কুটীরের
উঠোনে উঠোনে
ক্ষেতে ক্ষেতে মাঠে মাঠে আলে আলে,

সোনালি ধানের শীষে
নবান্নের আগমনী গাইবে
এই পথে,
এই পথে যেতে যেতে
তোমরা ভুলে গেলে ?

মুগ্ধপ্রাণ মুক্তপ্রাণ
তোমাদের আপনজনার
প্রাণ-পণে বোনা নবান্নের ধান
উট্‌কো চোরা বাঁদরগুলো
নষ্ট করেছে—লুণ্ঠন করছে বারংবার—
হাজার বছর ধরে, নৃশংস স্পর্ধায়

তোমরা শপথ নিয়েছিলে
উট্‌কোগুলোকে তাড়িয়ে দেবে,
চোরা বাঁদরগুলোকে মেরেধরে
সমূলে উৎখাত করবে,
ধানের শীষে শীষে
নবান্নের গানে সত্যি করে আবার
ভরে তুলবে প্রাণের আঙিনা
এই পথে,
এই পথে যেতে যেতে
তোমরা ভুলে গেলে ?

অথচ,
শত শত তাজা তাজা
তোমাদের মতই সতেজ প্রাণ
খুশীতে উচ্ছল, যেন পাহাড়ের ঢল
প্রাণ দিয়ে রেখে গেল
শপথের গান,
গেয়ে গেল তোমাদেরই জয়ের বোধন
এই পথে,
এই পথে যেতে যেতে
তোমরা ভুলে গেলে ?

একান্ন

না, না, না।
আজ উদ্বোধন হোক
অনাগত নাতিদূর ভবিষ্যতের
তোমাদের রক্ত শপথের অক্ষর
জ্বলন্ত, ফুটন্ত, প্রাণবন্ত, উজ্জ্বল
শত শত কমরেডের খুন ঝরা
এই পথে,
এই পথে যেতে যেতে
পদচিহ্নে ফুটুক ভুলভ্রান্তি-শোধরানো-ফুল,

প্রতি পদক্ষেপে মুক্তির স্বাক্ষর···
ভরে উঠুক আকাশ বাতাস
খুনঝরা প্রতিশোধে, তীব্র আর্তনাদে
এই পথে,
এই পথে যেতে যেতে
পদচিহ্ন হোক তোমাদের উদ্ধত রক্তশপথ।

বাহান্ন

ফেউয়ের ফোঁপানি

পঃ বঙ্গের তথাকথিত বাংলাদেশ-প্রেমিক শিল্পী সাহিত্যিক কবি ও নেতাদের উদ্দেশে।

আজ সব মনে হয় মায়া কান্না ঘোর
মনে হয় চোখে জল কুম্ভীরের অশ্রু,
মনে হয় শব ঘিরে শৃগালের দল
শকুনির সাথে করে মত্ত কোলাহল।
মনে হয় এতসব বাঘের গর্জন
মনে হয় এতসব সিংহের হুঙ্কার,
মুহূর্তের উপহাসে ফাঁপা ফাঁপা সব
নাকি কান্না নাকি কাঁদে, ফেউয়ের রব॥

বীভৎস কশাই-শাণিত খড়্গের
লোলুপ নৃশংস আঘাতে আঘাতে
নিষ্পাপ পবিত্র নির্মল শিশুর
কোমল শরীর যখন রক্তাক্ত,
আহা ছিন্নভিন্ন দেহ জড়দ্গবপিণ্ড
এ-পার বাংলায় ক্ষত, বিদীর্ণ হৃৎপিণ্ড,
তখন তো শুনিনিক বাঘের গর্জন
তখনো শুনিনি এত সিংহের হুঙ্কার।

নেহরু-জিন্নার কুটিল চক্রান্তে
হাজারো বাঙালী যখন স্বদেশে
হয়েছে প্রবাসী, দারুণ বিক্ষোভে
কাতারে কাতারে এ-পারে এসেছে
রিক্ত নিঃস্ব ছিন্নমূল শত, সতী, কন্যা—
অভাবে হয়েছে বেশ্যা, বাজারের পন্যা;
তখন তো শুনিনিক বাঘের গর্জন
তখনো শুনিনি এত সিংহের হুঙ্কার।

তিপ্পান্ন

আজকে যখন তাদেরি মানসী,
বিদেশী-উচ্ছিষ্ট-ভোগিনী-সুন্দরী,
মায়াবী-রূপসী-আলেয়া-আড়ালে
রাক্ষসী পুতনা বীভৎসা-মুরতি
চায় বধিতে গোপালে বিষপূর্ণ স্তনে,
ইহাইহা-প্রিয়া লিপ্ত ক্রুর আলিঙ্গনে,
তখন তো শুনিনাক বাঘের গর্জন
তখন তো শুনিনাক সিংহের হুঙ্কার।

যখন হাজারো অবলা প্রিয়ারা
অস্বামী, অভাগা মাতার কতনা
সন্তান নিহত, পিতারা অপত্নী,
অকন্যা, ভগিনী অভ্রাতা, অগন্যা
শত বালিকা অমাতা, মুমূর্ষু রোগিনী,
উল্লাসে নাচে যখন ডাকিনী যোগিনী,
তখন তো শুনিনাক বাঘের গর্জন
তখন তো শুনিনাক সিংহের হুঙ্কার।

এ-পার বাংলার নদীও যখন
ন্যায়ের পবিত্র শোণিতে প্লাবিত,
এখানে রমণী যখন লাঞ্ছিতা
ধর্ষিতা কুটিল দস্যুর নখাগ্রে
হায় ছিন্ন ভিন্ন কুচ ইজ্জত-সতীত্ব
দানব তাণ্ডব চলে পিশাচের নৃত্য ;
তখন তো শুনিনাক বাঘের গর্জন
তখন তো শুনিনাক সিংহের হুঙ্কার।

চুয়াম

এ-পার বাংলার বুকেও যখন
নাগিনী রোষের ঘৃণিত ছোবলে
উত্যক্ত কিষাণী উদ্বাস্তু-উদ্বিগ্না;
কিষাণ দংশিত, দলিত, শোষিত,
অসহায় শিশুসহ অনাহারে রোষে,
যখন এ-পারেও তাণ্ডব করে মোষে
তখন তো শুনিনাক বাঘের গর্জন
তখন তো শুনিনাক সিংহের হুঙ্কার !

এ-পারে যখন অহল্যা মায়ের
খুনেতে সিকত হয়েছে মৃত্তিকা,
'লতিকা'-'প্রতিভা' যখন নিষ্ঠুর
বিধানে বিধ্বস্ত, নুরুল-আনন্দ
হায় প্রফুল্ল-প্রমত্তে রাজপথে মরে
মুষ্টি অন্ন দাবী, তাই, মারে হত্যা ক'রে,
তখন তো শুনিনিক বাঘের গর্জন
তখন তো শুনিনিক সিংহের হুঙ্কার !

তরাই প্রান্তরে প্রান্তরে যখন
বাংলার বিবেক ন্যায়ের পতাকা
তুলেছে, পেয়েছে ফলতঃ মৃত্যুর
সমন, অজয়-জ্যোতির কুটিল
হিংস্র বাণে মরে নারী, শিশু, বাবুলাল,
সাম্রাজ্য-দোসর যবে খেলে নয়াচাল ;
তখন তো শুনিনিক বাঘের গর্জন
তখন তো শুনিনিক সিংহের হুঙ্কার !

আজ তাই মনে হয় মায়া কান্না ঘোর
এইসব চোখে জল কুম্ভীরের অশ্রু,
মনে হয় শব ঘিরে শৃগালের দলে
শকুনির সাথে মাতে মত্ত-কোলাহলে।

তাই আজ মনে হয় বাঘের গর্জন
হাঁক-ডাক, হৈ-চৈ, মাভৈ, সিংহের হুঙ্কার
সময়ের উপহাসে ফাঁপা ফাঁপা সব,
ন্যাকা কান্না নাকি কাঁদে, ফেউয়ের রব ॥

আজ বড় ইহাইহা-দাপটে চেঁচাও
ঘরে দ্যাখ, খান-প্রিয়া মায়াবী ছলনা
একই কুকাজে রতা, তান্ত্রিক-মন্ত্রিণী,
গণতন্ত্রী ছন্দে নাচে অগণতন্ত্রিণী।
তখন তো শুনিনাক বাঘের গর্জন
তখন তো শুনিনাক সিংহের হুঙ্কার!

আজ বড় কবিতা গানের স্রোত, ঝড়
আজ বড় বড় বক্তৃতা-সমিতি, সভা,
ওপারের দরদের বাণ ডেকে ভাসো
আর মাতৃলাঞ্ছনায় অট্টহাসি হাসো!

এতদিন এতসব ছিল কোথা, বাছা,
এতদিন একফোঁটা ছিলনাক কালি,
মুখে ছিল নাক ভাষা, সুর ধ্বনি,
চোখে জল, একফোঁটা, একটু ফেলোনি?

তবে কেন বলব না সত্যের জবানী
এ—স—ব নাকি কান্না, ফেউয়ের ফোঁপানি

ন্যায়ের শিলালিপি

রামের পক্ষে আমরা বরাবর ছিলাম
আছি, থেকে যাব চিরকাল,
জেনে রেখ
ঐতিহ্যের দৃঢ়তার প্রতিজ্ঞার
ন্যায়ের পাথরে রক্তে
লিখেছি এই শিলালিপি,
লিখে যাব।

রুবল ডলার দাস 'সমাজতন্ত্রের'
ফুৎকার ছাড়ে
ছাড়ে 'গণতন্ত্রের' হুঙ্কার
ভাবে শুয়োরের পাল বুঝি আমরা
বুঝিনা কিছু, বুঝব না, বুঝিনিক।

সব চক্রান্ত ঐ পূর্বের লাল সূর্যকে
ঢেকে দিতে
মেঘের কালো আবরণে
শকুনিরা চায় পাখা দিয়ে আড়াল করতে
নবোদিত সূর্যের রক্তিম ছটা।

হায়রে কেনা জানে
মেঘ দিয়ে সূর্যকে ঢাকা যায় না
পাখা দিয়ে সূর্যকে ঢাকা যায় না
ঢাকা যায়নি কখনো

মূঢ়ের আস্ফালন মৃত্যুর ফাঁস গলায়
অন্তিম দিনের মুহূর্তের প্রতীক্ষায়
শেষতম অবধারিত প্রহরের জন্যেই নাকি ?

আমরা সূর্যকে ঢাকতে দেবনা
ঢেকে দিতে পারি না, ঢাকতে দিতে পারিনা

লাল রক্তে রক্তে গাঢ় রক্তে রক্তে
সূর্যকে ঢাকার চেষ্টা সব
ব্যর্থ করে দেব, ব্যর্থ করে দেব
ডলার রুবল চক্রান্ত
আর তার ফেউদের ফোঁপানি (কেউ কেউ আবার হুঙ্কার
শোনে !)

বরদাস্ত করবোনা হিটলারের ক্ষুদ্ররাষ্ট্র আক্রমণ
করিনি করবনা, করবনা কখনো

অতীতের হিটলার উঁকি মারে আজ
পরিণাম সব্বাই জানি
বার্লিনের পতনে হবে দম্ভের সাজা
মাটির নীচের ঘরেও পাবেনা রক্ষে কেউ

রাণী যেই হও
যতই জিগির তোল জুলুমের
নাম দাও দেশপ্রেমের
পুতুলরাণীর অঙ্গুলি হেলনে
বিশ্বাসঘাতকেরা ছাড়া
সাড়া দেবেনাক কেউ ।

আটায়

সার্বভৌমত্ব, স্বাধীনতা ও অখণ্ডতার প্রশ্নে
রামের পক্ষে আমরা
বরদাস্ত করব না অন্যায় হস্তক্ষেপ,
সীতার লোভে রাবণের অন্যায় আক্রমণ

আশ্চর্যের বিষয়, রাণী হ'লে রাবণ
তার আবার সীতার লোভ
কলিকালে সবই ঘটে।

তা যাই হোক
রামের পক্ষে আমরা বরাবর ছিলাম
আছি, থেকে যাব চিরকাল,
জেনে রেখ
ঐতিহ্যের দৃঢ়তার প্রতিজ্ঞার
ন্যায়ের পাথরে রক্তে
লিখেছি এই শিলালিপি,
লিখে যাব।